১৮ মামলার আসামীকে সভাপতি করে ফরিদপুর জিয়া মঞ্চের কমিটি ঘোষণা

সংগৃহীত ছবি

ফরিদপুরের কানাইপুর ইউনিয়নের আলোচিত ওবায়দুর হত্যা মামলার প্রধান আসামি খায়রুজ্জামান খাজাকে জিয়া মঞ্চের ফরিদপুর সদর উপজেলা শাখার সভাপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। খাজার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, ডাকাতি, মাদক ও হত্যাসহ অন্তত ১৮টি মামলা রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার (১৯ জুন) দুপুরে ফরিদপুর শহরের একটি রেস্তোরাঁয় জিয়া মঞ্চের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে খায়রুজ্জামান খাজাকে সভাপতি, মো. ইয়াসিন আলীকে সিনিয়র সহ-সভাপতি, মো. শাওন আহমেদ বাবুকে সাধারণ সম্পাদক এবং মো. চুন্নু বেপারীকে সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক করে জিয়া মঞ্চের ফরিদপুর উপজেলা শাখার আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ৯০ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন।

অনুষ্ঠানে জিয়া মঞ্চের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি ছিল । এতে অংশ নেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম. টি. আখতার টুটুল, ফরিদপুর বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস. সাজ্জাদ আহমেদ শাওন, জেলা কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এ বি. এম. মোর্শেদ পলাশ এবং সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম আলী।

খায়রুজ্জামান খাজা ফরিদপুরের কানাইপুর ইউনিয়নের ভাটী লক্ষ্মীপুর গ্রামের বাসিন্দা ও স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান শাহ মোহাম্মদ আলতাফ হুসাইনের ছোট ভাই। তিনি ২০১৬ সালে বিদেশি অস্ত্র ও গুলি, এবং ২০২২ সালে ইয়াবাসহ গোয়েন্দা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। এছাড়া সামাজিক মাধ্যমে তার অস্ত্রের মহড়ার ভিডিও ভাইরাল হয়। ২০২৪ সালে কানাইপুরের যুবক ওবায়দুর রহমান খানকে পেরেক ঢুকিয়ে ও রগ কেটে হত্যার মামলায় তাকে প্রধান আসামি করা হয়েছে, যা বর্তমানে ডিবির তদন্তাধীন।

এ বিষয়ে জেলা জিয়া মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম আলী দাবি করেছেন, খাজা আওয়ামী লীগ সরকারের ষড়যন্ত্রের শিকার। তিনি এখনো আদালতে দোষী সাব্যস্ত হননি এবং তাকে বিএনপির একজন ত্যাগী নেতা বলেও দাবি করেন। অন্যদিকে, কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আসাদউজ্জামান জানান, খায়রুজ্জামান খাজা বর্তমানে উচ্চ আদালতের জামিনে রয়েছেন।